ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৮ বর্ষ ১ম সংখ্যা | ওয়েবসাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) | ১ মাঘ ১৪৩০, ১৫ জানুয়ারি ২০২৪

খ্রিষ্টীয় নববর্ষ উপলক্ষ্যে উপাচার্যের শুভেচ্ছা

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল খ্রিষ্টীয় নববর্ষ-২০২৪ উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারী, অ্যালামনাই এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্যসহ সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। গত ২৮ ডিসেম্বর ২০২৩ এক শুভেচ্ছা বাণীতে উপাচার্য সকলের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও সাহসী নেতৃত্বে পদ্মা সেতু, বঙ্গবন্ধু টানেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর, মেট্রোরেলসহ নানা মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, পরিবেশ, কৃষি, ব্যবসা, বাণিজ্য, অর্থনীতিসহ সর্বক্ষেত্রে বিস্ময়কর উন্নয়ন ও অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সমৃদ্ধ ও উন্নত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণের পথে দেশ অপ্রতিরোধ্য ও দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। সাফল্য, উন্নয়ন ও অগ্রগতির এই অদম্য ধারা নতুন বছরেও অব্যাহত রাখতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি পুনরায় ক্ষমতাসীন হবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল আরও বলেন, চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও ফিলিস্তিনের গাজায় ইজরাইলি বর্বরতার কারণে উদ্ভূত বৈশ্বিক নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এবং সকল প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠে ২০২৪ সাল হবে একটি সম্ভাবনাময় বছর। দেশ ও জাতির প্রত্যাশা পূরণের জন্য দক্ষ, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানবসম্পদ তৈরি, মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণার ক্ষেত্র প্রসার, নতুন নতুন উদ্ভাবন, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থানের উন্নয়ন এবং শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে কাঙ্ক্ষিত উচ্চতায় নেওয়ার লক্ষ্যে উপাচার্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

খ্রিষ্টীয় নববর্ষে নতুন আশা ও সম্ভাবনা জাগিয়ে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক শতবর্ষী এই বিশ্ববিদ্যালয় দেশ ও জাতির উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অনন্য অবদান রাখবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায়

শেখ হাসিনাকে উপাচার্যের ফুলেল শুভেচ্ছা

অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে গত ৯ জানুয়ারি ২০২৪ গণভবনে আন্তরিক অভিনন্দন ও ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভুইয়া ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. জিনাত হুদার নেতৃত্বে সমিতির নেতৃবৃন্দ এবং নীল দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছারের নেতৃত্বে নীল দলের কো-কনভেনর অধ্যাপক ড. এ এম আমজাদ ও অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল ইসলাম আলাদা আলাদাভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন ও ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

উপাচার্যের সপরিবারে ভোট প্রদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ৭ জানুয়ারি ২০২৪ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সপরিবারে ভোট প্রদান করেছেন। উপাচার্য তাঁর নিজ জেলা লক্ষ্মীপুর পৌরসভার লাহারকান্দি ১১নং ওয়ার্ডের লাহারকান্দি ফরিদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

ভোট প্রদান শেষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গণমাধ্যমকে বলেন, ভোট দেওয়া প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার ও দায়িত্ব। সব দেশেই নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়। গণতান্ত্রিক পন্থায় যারাই ক্ষমতায় আসবে, ভোটের মাধ্যমে আসতে হবে। ভোটকেন্দ্রে গিয়ে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তরুণ ভোটারসহ সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

উপাচার্য আরও বলেন, শত দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও নাগরিক অধিকার পালন করার জন্য ভোট দিতে নিজ এলাকায় এসেছি। অন্যদের ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করতে পরিবারকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছি। এই নির্বাচনে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট কেন্দ্রে আসছেন এবং তারা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট দিচ্ছেন। নির্বাচনে সর্বত্রই উৎসবমুখর ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে দেখে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে গত ৬জানুয়ারি ২০২৪ শনিবার ঢাকা থেকে সপরিবারে লক্ষ্মীপুর গমন করেন এবং ভোট প্রদান শেষে ৭জানুয়ারি ২০২৪ রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফিরে আসেন।

উপাচার্যের নেতৃত্বে মেট্রোরেল ভ্রমণ

শেখ হাসিনার সরকার উন্নয়নের সরকার– উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ যোগাযোগ, অবকাঠামোসহ সর্বক্ষেত্রে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। শেখ হাসিনা সরকার হচ্ছে উন্নয়নের সরকার। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন আজ সারাবিশ্বের কাছে বিস্ময় ও রোল মডেল। উপাচার্য গত ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ শতাধিক শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়ে টিএসসি স্টেশন থেকে মেট্রোরেল ভ্রমণ শেষে উত্তরা দিয়াবাড়ি স্টেশনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, ফার্মেসী অনুষদের ডিন ও ঢাবি নীল দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রহিম।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, মেট্রোরেল রাজধানীবাসীর দ্রুত ও আরামদায়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক মাইলফলক। কর্মজীবী মানুষের যাতায়াত সহজ হওয়ায় শ্রম ও সময় সাশ্রয় হচ্ছে। ফলে কর্মক্ষেত্রে তারা সর্বাধিক (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত

অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণে নতুন প্রজন্মকে কাজ করতে হবে–উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার জন্য নতুন প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, অসাম্প্রদায়িক ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে তরুণ প্রজন্মকে ভূমিকা রাখতে হবে। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে 'জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার এবং বিজয় দিবসের তাৎপর্য' শীর্ষক আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী পারভেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মাজহারুল কবির শয়ন, সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকতসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স এসোসিয়েশন, তৃতীয় শ্রেণি কর্মচারী সমিতি, কারিগরি কর্মচারী সমিতি, চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়ন এবং শহিদ পরিবার কল্যাণ সমিতির নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে হবে। এজন্য তাদের পড়াশোনা করতে হবে। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখন বঙ্গবন্ধু'র অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ডের কারণে অর্থনীতি ও সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর তুলনায় অনেক এগিয়ে গেছে। উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রাখতে বর্তমান সরকারের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

আলোচনা সভা শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

যথাযোগ্য মর্যাদায় শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে হবে–উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানার জন্য নতুন প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে তরুণ প্রজন্মকে ভূমিকা রাখতে হবে। শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে গত ১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব মোল্লা মোহাম্মদ আবু কাওছার, মুক্তিযোদ্ধা প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ডের পক্ষে অধ্যাপক আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকতসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স এসোসিয়েশন, তৃতীয় শ্রেণি কর্মচারী সমিতি, কারিগরি কর্মচারী সমিতি, চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়ন এবং শহিদ পরিবার কল্যাণ সমিতির নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং শহিদ বুদ্ধিজীবীদের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, এদেশের বুদ্ধিজীবীরা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সাম্প্রদায়িকতা, উগ্রতা ও বর্বর গণহত্যার চিত্র বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেছিলেন। তাঁরা সকল অন্যায়, অপকর্ম ও বৈষম্যের প্রতিবাদ (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

বাজার অর্থনীতি ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে-উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেছেন, শিক্ষা খাতের পাশাপাশি বাজার অর্থনীতি ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমেও নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে। গত ১৩ ডিসেম্বর ২০২৩ অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা সেন্টার ফর জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ এবং বাংলাদেশ একাডেমি ফর সিকিউরিটিজ মার্কেটস্-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী ও সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা সেন্টার ফর জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. তানিয়া হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম ও কমিশনার অধ্যাপক ড. শাইখ শামসুদ্দীন আহমেদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, যে সকল রাষ্ট্রে পুরুষদের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হয়েছে, সে সকল রাষ্ট্র উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়েছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও নারীদের অবদান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এই উন্নয়নের ধারা আরও এগিয়ে নিতে জ্ঞান ও শিক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি নারীদের আরও দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে এবং তাদেরকে বেশি করে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় আনতে হবে।

'স্ট্রাটেজিস ফর প্রমোটিং জেন্ডার ইকুয়ালিটি এন্ড ইনক্লুসিভ মার্কেট সিস্টেমস: সেনসিটাইজিং মার্কেট ইন্টারমিডিয়ারিস অন জেন্ডার ফর ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক সপ্তাহব্যাপী এই কর্মশালায় বাংলাদেশ একাডেমি ফর সিকিউরিটিজ মার্কেটস্-এর ২৮জন কর্মকর্তা অংশ নেন।

নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের

(১ম পৃষ্ঠার পর) জানিয়েছিলেন। তাঁদের কণ্ঠরোধ ও ইতিহাস বিকৃতি, জাতিকে মেধাশূন্য ও পরাধীন করতেই পরিকল্পিতভাবে দেশের এই সেরা সন্তানদের হত্যা করা হয় । দেশের স্বাধীনতা বিরোধীরা এই গণহত্যায় সহযোগিতা করেছিল। নতুন প্রজন্মের মাঝে ইতিহাস সচেতনতা গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, স্বাধীনতা বিরোধী চক্র এখনও সক্রিয় রয়েছে। পেছনের রাস্তা দিয়ে অগণতান্ত্রিক পন্থায় তারা ক্ষমতায় আসতে চায়। এদের প্রতিহত করে দেশের গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। স্বাধীনতা বিরোধীদের সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

দিবসটি উপলক্ষ্যে উপাচার্য ভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভবনসমূহে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণস্থ কবরস্থান, জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণস্থ স্মৃতিসৌধ, বিভিন্ন আবাসিক এলাকার স্মৃতিসৌধ এবং মিরপুর ও রায়ের বাজার শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদসহ বিভিন্ন হল মসজিদ ও উপাসনালয়ে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করে দোয়া ও প্রার্থনা করা হয়।

আন্তঃহল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় শহীদুল্লাহ হল চ্যাম্পিয়ন

ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি (ডিইউডিএস) আয়োজিত 'আন্তঃহল বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০২৩'-এ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল ডিবেটিং ক্লাব এবং রানার্স-আপ হয়েছে জিয়া হল ডিবেটিং ক্লাব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ১০ ডিসেম্বর ২০২৩ অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

ডিইউডিএস-এর সভাপতি মো. মাহবুবুর রহমান মাসুমের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ডিইউডিএস-এর চিফ মডারেটর অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. মাকসুদুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন ডিইউডিএস-এর সাধারণ সম্পাদক ফুয়াদ হোসেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল আন্তঃহল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী এবং অংশগ্রহণকারী বিতার্কিকদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিতর্ক চর্চার মাধ্যমে সঠিক সমাধান বের হয়ে আসে। নিজেকে যুক্তিবাদী মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে বিতর্ক চর্চায় সম্পৃক্ত থাকার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে উপাচার্য বলেন, বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে বিতর্ক চর্চাকে আরও গতিশীল করতে হবে এবং এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

ছাত্রীদের আন্তঃহল এবং ছাত্রদের আন্তঃবিভাগ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ জানুয়ারি ২০২৪ থেকে শুরু হয়েছে ছাত্রীদের আন্তঃহল এবং ছাত্রদের আন্তঃবিভাগ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল আজ ১৪ জানুয়ারি ২০২৪ রবিবার কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ আল মাহমুদের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. অসীম সরকার ও পরিচালক মো. শাহজাহান আলী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়াসহ বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখার লক্ষ্যে খেলাধুলাসহ বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রমের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, শিক্ষার্থীদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব কার্যক্রম আরও জোরদার করা হচ্ছে। তিনি বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বেই উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ পরিচালিত হবে। এজন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত হতে হবে এবং পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জনের লক্ষ্যে লেখাপড়ায় ভালো করার পাশাপাশি ক্রীড়া ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে নিয়মিত অংশগ্রহণের জন্য উপাচার্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

ছাত্রীদের ৫টি হল এবং বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের ৮৭টি দলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই প্রতিযোগিতা। ছাত্রীদের উদ্বোধনী ম্যাচে অংশ নেয় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল এবং রোকেয়া হল। একই দিনে ছাত্রদের উদ্বোধনী ম্যাচে ইংরেজি বিভাগের বিপক্ষে খেলে আরবী বিভাগ।

শেখ হাসিনার সরকার

(১ম পৃষ্ঠার পর) সেবা প্রদান করতে পারছেন। এছাড়া, মেট্রোরেলে যাতায়াতের ফলে ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহারের প্রবণতা কমছে এবং এতে করে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারও কমছে, যার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হচ্ছে।

উপাচার্য আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে ডিজিটাল থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত করার জন্য নানাবিধ যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছেন। দেশে পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, কর্ণফুলী টানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েসহ বড় বড় মেগা প্রকল্প ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। যা বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি বহুলাংশে বাড়িয়ে উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। উন্নয়নের এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে আবারও ক্ষমতায় আনতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মেট্রোরেলে ভাড়া কমানোর জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে উপাচার্য বলেন, আমাদের শিক্ষার্থীরা স্বল্প ভাড়ায় মেট্রোরেলে ভ্রমণ করতে পারলে মেট্রোরেল ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধা, সরকারের উন্নয়ন এবং উন্নত বিশ্বের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে ধারণা পাবে। ফলে তাদের মনস্তাত্বিক পরিবর্তন ঘটবে এবং বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা নিয়ে গর্ববোধ করবে। এতে করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করার প্রত্যয় আরো দৃঢ়তর হবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

গণিত অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও পুনর্মিলনী গত ১ ডিসেম্বর ২০২৩ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ এবং বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস ছামাদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত বক্তব্য দেন গণিত অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাবুল হাসান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গণিত অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও পুনর্মিলনীর সফলতা কামনা করে বলেন, যে মানুষ গণিত চর্চা করে তার মধ্যে যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই গণিতের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিজ্ঞান চর্চার পেছনেও প্রধান নিয়ামক হচ্ছে গণিত। সমাজের সব প্রায়োগিক ক্ষেত্রে গণিতের অসাধারণ ভূমিকা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও অ্যালমনাইবৃন্দের মধ্যে যোগসূত্র আরও জোরদার এবং অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা নিশ্চিতে অ্যালামনাইবৃন্দকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান উপাচার্য।

অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের নবীনবরণ ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের নবীনবরণ ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান গত ১৩ ডিসেম্বর ২০২৩ বিভাগের আনোয়ারুল আজীম চৌধুরী লেকচার গ্যালারীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিভাগের চেয়ারপার্সন আধ্যাপক ড. আনোয়ারা বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ কে এম মাহবুব হাসান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিভাগের অধ্যাপক ড. মারুফা জেরিন আক্তার।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ নবীন শিক্ষার্থীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও বিদায়ী শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনের সফলতা কামনা করে বলেন, নিজেকে দক্ষ, সমৃদ্ধ ও প্রজ্ঞাবান মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক এর বাইরেও জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

অধ্যাপক আজিজুর রহমান ট্রাস্ট ফান্ড গঠন

মনোবিজ্ঞান বিভাগে 'অধ্যাপক ড. আজিজুর রহমান ট্রাস্ট ফান্ড' শীর্ষক নতুন একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের লক্ষ্যে মনোবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. আজিজুর রহমান ২৫ লাখ টাকার একটি চেক গত ১১ ডিসেম্বর ২০২৩ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল-এর কাছে হস্তান্তর করেন।

বিভাগীয় সেমিনার লাইব্রেরিতে আয়োজিত চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ কে এম মাহবুব হাসান, মনোবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিন এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

'অধ্যাপক আজিজুর রহমান ট্রাস্ট ফান্ড'-এর আয় থেকে প্রতিবছর মনোবিজ্ঞান বিভাগের অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের জন্য দাতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এর মাধ্যমে মনোবিজ্ঞান বিভাগের অসচ্ছল শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত উপকৃত হবে। অধ্যাপক ড. আজিজুর রহমানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের সহায়তায় এগিয়ে আসার জন্য তিনি সমাজের বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানান।

৭ম নন-ফিকশন বইমেলা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ এবং বণিক বার্তার যৌথ উদ্যোগে ৩-দিন ব্যাপী ৭ম নন-ফিকশন বইমেলা গত ২৬ ডিসেম্বর ২০২৩ বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ চত্বরে উদ্বোধন করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই বইমেলার উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল মঈন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক অধ্যাপক ড. আনু মুহাম্মদ, অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহরুখ মহিউদ্দিন, সময় প্রকাশনীর প্রকাশক ফরিদ আহমেদ ও বণিক বার্তার সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ বক্তব্য রাখেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন প্রকাশনা ও গবেষণা সংস্থার কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্যের সাথে জাপানের রাষ্ট্রদূত-এর সাক্ষাৎ

বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত মি. ইওয়ামা কিমিনোরি গত ১৭ ডিসেম্বর ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং জাপান দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি মি. ইয়ামামোতো কিওহি উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে জাপানের সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম নিয়ে মত বিনিময় করেন। জাপানের রাষ্ট্রদূত মি. ইওয়ামা কিমিনোরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তথ্য-প্রযুক্তি, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, সমাজকর্মসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি উপাচার্যকে অবহিত করেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে শিক্ষার্থীদের জাপানী ভাষা শিক্ষা প্রদানের জন্য আগামী বছর জাপানী ভলেন্টিয়ার প্রেরণ করা হবে। এছাড়া, তিনি জাপানী শিক্ষার্থীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা শিক্ষার বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের আগ্রহের বিষয়েও উপাচার্যকে অবহিত করেন। শিক্ষা ও গবেষণার পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বৃদ্ধির উপর তাঁরা গুরুত্বারোপ করেন। এসব ক্ষেত্রে জাপানী রাষ্ট্রদূত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের সহযোগিতা কামনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দিয়ে বলেন, বাংলাদেশের সাথে জাপানের দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত যৌথ সহযোগিতামূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জাপানের শীর্ষস্থানীয় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে নতুন নতুন ক্ষেত্রে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম স্থাপন এবং শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থী বিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও জোরদার করা যেতে পারে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে আগ্রহ প্রকাশের জন্য জাপানী রাষ্ট্রদূত মি. ইওয়ামা কিমিনোরি আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

আইএসআরটি-এর সুবর্ণজয়ন্তী পদক পেলেন মুহিতুল এবং ফাহিম

পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (আইএসআরটি) শিক্ষার্থী মো. মুহিতুল আলম এবং আবদুল্লাহ-আল-ফাহিম যুগ্মভাবে ২০২২ সনের বি.এস. অনার্স পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জন করায় ইনস্টিটিউটের সুবর্ণজয়ন্তী পদক-২০২৩ পেয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ৬ ডিসেম্বর ২০২৩ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পদকপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের হাতে পদক ও সনদ তুলে দেন।

ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. তামান্না হাওলাদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস ছামাদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. জাহিদা গুলশান। পদকপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুভূতি ব্যক্ত করে বক্তব্য রাখেন মো. মুহিতুল আলম।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল পদকপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সফলতার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, পদকপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা অন্যান্য শিক্ষার্থীর জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, সকল বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণার সাথে ডাটা সায়েন্স সম্পৃক্ত। তথ্য-প্রযুক্তির বর্তমান যুগে যে কোন বিষয় বিশ্লেষণ করতে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ডাটা সায়েন্সের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। পদকপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনে প্রকৃত ভূমিকা রাখবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিশ্ব হিন্দি দিবস পালিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে গত ১০ জানুয়ারি ২০২৪ বিশ্ব হিন্দি দিবস পালিত হয়েছে। ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের সহযোগিতায় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট দিবসটি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। কর্মসূচির মধ্যে ছিল মোমবাতি প্রজ্জ্বলন, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এসব কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার মি. প্রণয় ভার্মা সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. সাইদুর রহমান, ভারতীয় হাইকমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বিশ্ব হিন্দি দিবসের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, হিন্দি ভাষা বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় একটি ভাষা। হিন্দি গান ও সিনেমা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সর্বাত্মক সহযোগিতার কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে তিনি বলেন, আমাদের স্বাধীনতার জন্য ভারতের অনেক সৈন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে বিরাজমান ঐতিহাসিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বর্তমানে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। ভাষা, শিক্ষা, অর্থনীতি এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরও জোরদারের মাধ্যমে দু'দেশের এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও সুদৃঢ় হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ভারতীয় হাইকমিশনার মি. প্রণয় ভার্মা বলেন, বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। বাংলা এবং হিন্দি ভাষা প্রতিবেশী দু'টি দেশের জনগণের মধ্যে মেলবন্ধন রচনা করেছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এধরনের কর্মসূচি আয়োজনের মাধ্যমে দু'দেশের এই সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও জোরদার হবে।

ভারতীয় হাইকমিশনার মি. প্রণয় ভার্মা অনুষ্ঠান শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর বাসভবনস্থ কার্যালয়ে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন।

প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের সকল শিক্ষার্থীকে পর্যায়ক্রমে বৃত্তির আওতায় আনা হবে- উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেছেন, শিক্ষার্থীদের জীবন-মান উন্নয়ন এবং মেধার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে অ্যালামনাইদের সহযোগিতা নিয়ে প্রথম বর্ষ ও দ্বিতীয় বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির সকল ছাত্র-ছাত্রীকে পর্যায়ক্রমে বৃত্তির আওতায় আনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গত ১১ জানুয়ারি ২০২৪ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে 'ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকে ট্রাস্ট ফান্ড'-এর বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে "ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকে"-এর সভাপতি মারুফ আহমেদ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক মেসবাহ উদ্দিন ইকোসহ অ্যালামনাই নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, অ্যালামনাইদের বৃত্তি শিক্ষার্থীদের দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বৃত্তি তহবিল আরও বৃদ্ধি করার জন্য তিনি 'ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকে'-এর নেতৃবৃন্দের প্রতি অনুরোধ জানান। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের সহায়তায় এগিয়ে আসার জন্য তিনি যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়াসহ দেশ-বিদেশে অবস্থানরত অ্যালামনাইদের প্রতি আহ্বান জানান। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, সময় ও সুযোগের যথাযথ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের সৎ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে মানব কল্যাণে কাজ করার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগের ২৫ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

স্বাধীনতা দিবস জাতীয় বিতর্ক উৎসবে সূর্যসেন হল চ্যাম্পিয়ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ১২তম স্বাধীনতা দিবস জাতীয় বিতর্ক উৎসবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলের বিতর্ক ক্লাব 'সূর্যসেন হল বিতর্ক ধারা'। এতে রানার্সআপ হয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডিবেটিং ফোরাম অফ ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্স'। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল বিতর্ক ক্লাবের রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এই বিতর্ক উৎসবের আয়োজন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ৯ ডিসেম্বর ২০২৩ হল মিলনায়তনে আয়োজিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

হল ডিবেটিং ক্লাবের সভাপতি শাহরিয়ার বাবু'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিবেট ফেডারেশনের চেয়ারম্যান একেএম শোয়েব এবং হল ডিবেটিং ক্লাবের মডারেটর এবিএম নাজমুস সাকিব বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন হল ডিবেট ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তানভীর আহমেদ।

বিতর্ক উৎসবে দলগত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪টি দল অংশগ্রহণ করে। এছাড়া, বারোয়ারি বিতর্কে অংশ নেন ৩২জন বিতার্কিক। বারোয়ারি বিতর্কে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুলতানুল আরেফিন বায়োজিৎ। দলগত পর্যায়ে ডিবেটর অব দ্যা ফাইনাল হয়েছেন সূর্যসেন হল বিতর্ক ধারা'র তানভীর হাসান শান্ত।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা

'আমিও জিততে চাই' স্লোগানকে ধারণ করে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি (ডিইউডিএস) এবং ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল-এর যৌথ উদ্যোগে গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২৩ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে ৮-দিনব্যাপী 'আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০২৩'-এর উদ্বোধন করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন।

ডিইউডিএস-এর সভাপতি মো. মাহবুবুর রহমান মাসুমের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডিইউডিএস-এর চিফ মডারেটর অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন এবং ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল-এর স্ট্রেনদেনিং পলিটিক্যাল ল্যান্ডস্কেপ প্রোগ্রামের চিফ অব পার্টি মিস. ডানা এল ওল্ডস বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন ডিইউডিএস-এর সাধারণ সম্পাদক ফয়াদ হোসেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, একজন বিতার্কিক যুক্তি-তর্ক, পাল্টা যুক্তি এবং দার্শনিক তত্ত্ব ধারন করে যে কোন বিষয় বিশ্লেষণ করে থাকেন। একারণেই একজন বিতার্কিক পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেন। উন্নত, সমৃদ্ধ, মানবিক ও সভ্য সমাজ বিনির্মাণে বিতর্ক চর্চার গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতর্ক চর্চার কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি করতে হবে। নিয়মিত বিতর্ক চর্চায় সম্পৃক্ত থাকার মাধ্যমে সুনাগরিক ও যুক্তিবাদী মানুষ হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলে দেশের উন্নয়নে কাজ করার জন্য উপাচার্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, ৮-দিনব্যাপী এই বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ২৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্কদল অংশ নেয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ২২ ডিসেম্বর ২০২৩ 'রুটি ফল' নামের একটি ফলের চারাগাছ উপাচার্য ভবন প্রাঙ্গণে রোপণ করেন। এছাড়া, তাঁর সহধর্মিণী মিসেস সৈয়দা আফসানা ফেরদৌসী 'উদাল' নামের একটি চারাগাছ রোপণ করেন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, আরবরিকালচার সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা এবং রোভার স্কাউট গ্রুপের প্রধান রোভার স্কাউট লিডার মাহমুদুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগ আয়োজিত 'আবহাওয়া বিজ্ঞান এবং জলবায়ু পরিবর্তন' বিষয়ক ২-দিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ১০ ডিসেম্বর ২০২৩ বিভাগীয় মিলনায়তনে শেষ হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিভাগীয় চেয়ারপার্সন ড. ফাতিমা আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. জিল্লুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ ড. মো. শামীম হাসান ভূইয়া।

৩-দিনব্যাপী জয়নুল উৎসব

বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পকলার পথিকৃৎ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ১০৯তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদে ৩দিনব্যাপী জয়নুল উৎসব উদ্বোধন করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই উৎসব উদ্বোধন করেন।

চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইমেরিটাস অধ্যাপক শিল্পী হাশেম খান, ইমেরিটাস অধ্যাপক শিল্পী রফিকুন নবী, শিল্পাচার্য-পুত্র প্রকৌশলী ময়নুল আবেদিন, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের পরিচালক কাজী নূরুল ইসলাম এবং বিকাশ-এর সিএমও মীর নওবত আলী বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, তাঁর হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ অনেক খ্যাতনামা শিল্পীর জন্ম দিয়েছে এবং দেশে শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। শিল্পচর্চার এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, শোষণহীন ও সংস্কৃতিমনা সমাজ বিনির্মাণে শিল্পাচার্য যে অনন্য অবদান রেখে গেছেন তা নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জোগাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

চারুশিক্ষা ও শিল্পচর্চায় বিশেষ অবদানের জন্য অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ড. আব্দুস সাত্তার এবং শিল্পী কাজী গিয়াস উদ্দিনকে 'জয়নুল সম্মাননা-২০২৩' প্রদান করা হয়। এছাড়া, বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের জন্য চারুকলা অনুষদের শিক্ষার্থী সুপ্রিয় কুমার ঘোষকে 'জয়নুল স্বর্ণপদক' প্রদান করা হয়।

চারুকলার ৭৫বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিশেষ শিল্পকর্ম প্রদর্শনী

চারুকলার ৭৫বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে চারুকলা অনুষদের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের শিল্পকর্ম নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় ১২-দিনব্যাপী বিশেষ শিল্পকর্ম প্রদর্শনী। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে গত ২০ ডিসেম্বর ২০২৩ এই শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ওসমান জামান মিলনায়তনে চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন দেশবরেণ্য শিল্পী ও অনুষদের অঙ্কন ও চিত্রায়ন বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক রফিকুন নবী, প্রিন্ট মেকিং বিভাগের অনারারি অধ্যাপক সৈয়দ আবুল বারক আলভী এবং ঢাবি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন মৃৎশিল্প বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. রবিউল ইসলাম।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, চারুকলা অনুষদ দেশের শিল্প-সাংস্কৃতিক জগতকে সমৃদ্ধ করতে অনন্য অবদান রেখে চলেছে। এই অনুষদের শিল্পীবৃন্দ আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও অনেক খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করেছেন, যা দেশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গৌরবের। নান্দনিক, সৃজনশীল ও উদ্ভাবনমুখী শিল্পচর্চার মাধ্যমে দেশকে আরও এগিয়ে নিতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করার জন্য উপাচার্য অনুষদের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, শিল্পকর্ম প্রদর্শনী, সেমিনার ও কর্মশালাসহ বছরব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে চারুকলার ৭৫বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করা হয়।

টিএসসি ভিত্তিক সংগঠনসমূহের সাংস্কৃতিক আয়োজন

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে 'ন্যায়যুদ্ধে বাঙালি' স্লোগান ধারণ করে টিএসসি ভিত্তিক সংগঠন স্লোগান'৭১-এর নেতৃত্বে অন্যান্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ ৩-দিনব্যাপী 'রক্তে রাঙা বিজয় আমার-২০২৩' শীর্ষক সাংস্কৃতিক কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২৩ প্রধান অতিথি হিসেবে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

স্লোগান'৭১-এর সভাপতি নয়ন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করে জয়ধ্বনি সাংস্কৃতিক সংগঠন। এসময় স্লোগান'৭১-এর সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান অমিসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, এরকম আয়োজনের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে অর্জিত আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং বিজয়ের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মহান স্বাধীনতার চেতনা ধারণ করে সকল অপশক্তি রুখে দেয়ার জন্য উপাচার্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

৩-দিনব্যাপী এই সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে বিভিন্ন সংগঠন জাতীয় পতাকা সেলাই, সংগীতানুষ্ঠানসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

১৩জন গবেষকের পিএইচ.ডি. এবং ১২জনের এমফিল ডিগ্রি অর্জন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্প্রতি ১৩জন গবেষক পিএইচ.ডি. ১২জন এম.ফিল এবং ২জন ডি.বি.এ.ডিগ্রি অর্জন করেছেন। গত ৩০ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের এক সভায় তাদের এসব ডিগ্রি প্রদান করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সভায় সভাপতিত্ব করেন।

পিএইচ.ডি. ডিগ্রি প্রাপ্তরা হলেন- ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে আবু সালেহ মুহাম্মদ নোমান, রসায়ন বিভাগের অধীনে শুচিস্মিতা দে, ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের অধীনে মোসা: আফরোজা খাতুন, মো: ফরহাদ আলী ও নাসিমা আক্তার মুক্তা, ফিন্যান্স বিভাগের অধীনে কাজী সাগোতা সামিনা, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ ইনস্টিটিউটের অধীনে মো: মাকসুদুর রহমান ও মো: হাসিবুর রহমান, গণিত বিভাগের অধীনে ছালেইকা পারভিন, অনুজীব বিজ্ঞান বিভাগের অধীনে কাজী আলমগীর হোসেন, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও গবেষণা অনুষদের অধীনে কাজী লুৎফর রহমান এবং আরবী বিভাগের অধীনে শাহাদাৎ হোসেন।

এম.ফিল ডিগ্রি প্রাপ্তরা হলেন- উর্দু বিভাগের অধীনে ফারহানা আকতার, আরবী বিভাগের অধীনে মো. আব্দুল কাদির, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের অধীনে বরুন তালুকদার, সংগীত বিভাগের অধীনে নূসরাত শারমীন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধীনে আবু রুস্তদ্‌ মোহাম্মদ সাঈখ, মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে তাপসী রাবেয়া ও ফেরদৌস আরা দ্বীন, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের অধীনে মধুরিমা সাহা হিয়া ও মো: আসাদুজ্জামান মন্ডল, ফিন্যান্স বিভাগের অধীনে জাফরুল শাহরিয়ার-জুয়েল, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে ফারজানা ইয়াসমিন এবং আইন বিভাগের অধীনে আহমদ ইহসানুল কবীর।

ডি.বি.এ. ডিগ্রি প্রাপ্তরা হলেন- ফিন্যান্স বিভাগের অধীনে মো: রাশেদুজ্জামান এবং ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের অধীনে মাহমুদ হাবীব জামান।

বাংলাদেশ আইন সমিতির ৩৭তম সম্মেলন

বাংলাদেশ আইন সমিতির দিনব্যাপী ৩৭তম বার্ষিক সম্মেলন গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুষদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন।

বাংলাদেশ আইন সমিতির সভাপতি মনজুর মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ টিপু'র সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মেলনের আহ্বায়ক ও ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব অ্যাডভোকেট মোল্লা মোহাম্মদ আবু কাওছার, আইন সমিতির সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সম্মেলনে উপস্থিত সকলকে মহান বিজয় মাসের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের প্রাক্তন গর্বিত শিক্ষার্থী ছিলেন, যা বিশ্ববিদ্যালয় তথা জাতির জন্য অত্যন্ত গর্বের। বঙ্গবন্ধু যেমন বাংলার মানুষের স্বাধীনতার জন্য আপোষহীন সংগ্রাম ও অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তেমনি আইন বিভাগের শিক্ষার্থীরা দেশে আইনের শাসন সমুন্নত রাখতে ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সংরক্ষণে পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। দেশের আইন অঙ্গনসহ সকল ক্ষেত্রে সততা ও দক্ষতার সাথে কাজ করার মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করার জন্য আইন সমিতির সদস্যসহ বিভাগীয় শিক্ষার্থীদের প্রতি উপাচার্য আহ্বান জানান।

শামসুন নাহার হলের মেধাবী শিক্ষার্থীদের স্বর্ণপদক ও বৃত্তি প্রদান

শামসুন নাহার হলে গত ৩ ডিসেম্বর ২০২৩ মেধাবী শিক্ষার্থীদের শামসুন নাহার মাহমুদ ফাউন্ডেশন স্বর্ণপদক ও মেধা বৃত্তি এবং শিক্ষা সহায়তা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে স্বর্ণপদক, বৃত্তির চেক ও সনদ তুলে দেন।

হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. লাফিফা জামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে শামসুন নাহার মাহমুদ ফাউন্ডেশন বক্তৃতা প্রদান করেন হলের প্রাক্তন প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক সাজেদা বানু। স্বাগত বক্তব্য রাখেন হলের খণ্ডকালীন আবাসিক শিক্ষক ড. ফারজানা আহমেদ।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন এবং দাতা ব্যক্তিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। মহিয়সী নারী শামসুন নাহার মাহমুদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি বলেন, লেখনীর মাধ্যমে সমাজ সংস্কার ও সমাজ পরিবর্তনের জন্য এবং পশ্চাৎপদ নারীসমাজকে সামনে এগিয়ে নেয়ার জন্য শামসুন নাহার মাহমুদ অনন্য ভূমিকা রেখেছেন।

এবছর ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষার্থী ইসমাত জামান উর্বশীকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭ এবং ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষের ৩০ জন শিক্ষার্থীকে মেধাবৃত্তি এবং ১৪ জনকে সাধারণ বৃত্তি প্রদান করা হয়। এছাড়া, ৬ জন বিশিষ্ট দানশীল ব্যক্তির সহযোগিতায় ৮ জন অসচ্ছল ও মেধাবী ছাত্রীকে শিক্ষা সহায়তা বৃত্তি প্রদান করা হয়।

১০ শিক্ষার্থীর বৃত্তি লাভ

বিজনেস স্টাডিজ অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের ১০জন মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীকে 'দবির-সোহানী-সুরাইয়া ফাউন্ডেশন বৃত্তি' প্রদান করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ১৩ ডিসেম্বর ২০২৩ বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের অধ্যাপক আব্দুল্লাহ ফারুক মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল মঈনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. রাজিয়া বেগম, 'দবির-সোহানী-সুরাইয়া ফাউন্ডেশন'-এর সভাপতি চৌধুরী মোহাম্মদ হানিফ শোয়েব এবং সহ-সভাপতি মো. আতাউর রহমান প্রধান বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের সহায়তায় এগিয়ে আসার জন্য সমাজের বিত্তবান, প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও সমাজসেবকদের প্রতি আহ্বান জানান।

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- মো. নূর-এ-আলম সিদ্দিক সাইমন এবং মাহিউল ইসলাম (ম্যানেজমেন্ট), মো. মাহবুব হাসান (একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস), আবুবক্কর সিদ্দিক এবং মো. শিবলু হাসান (মার্কেটিং), মো. রাজা মিয়া (ফিন্যান্স), মুহাম্মদ আবু রায়হান (ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স), মো. হাসান (ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস), রাহুল বিশ্বাস (ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট) এবং ইলিয়াস তালুকদার (ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস)

এর আগে, অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের সহায়তার লক্ষ্যে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ এবং 'দবির-সোহানী-সু-রাইয়া ফাউন্ডেশন'-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

ঢাবি এবং বাংলাদেশ পুলিশের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

যৌথ সহযোগিতামূলক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ক্রিমিনোলজি বিভাগ এবং প্ল্যানিং এন্ড রিসার্চ শাখা, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, বাংলাদেশ পুলিশের মধ্যে গত ১১ ডিসেম্বর ২০২৩ এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং বাংলাদেশ পুলিশের অ্যাডিশনাল ডিআইজি ড. শামসুন্নাহার, পিপিএম নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

ঢাবি কোষাধ্যক্ষ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান, ক্রিমিনোলজি বিভাগের চেয়ারপার্সন শাহরিয়া আফরিন, বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ এবং পুলিশের কয়েকজন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিমিনোলজি বিভাগ এবং বাংলাদেশ পুলিশ সমাজের নানাবিধ অপরাধ নির্মূলসহ বিভিন্ন যৌথসহযোগিতামূলক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিমিনোলজি বিভাগের শিক্ষার্থীরা তাত্ত্বিক পড়াশোনার পাশাপাশি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পুলিশের সাথে ইন্টার্নশীপ করার এবং বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শনের সুযোগ পাবেন। চুক্তি অনুযায়ী পুলিশ কর্মকর্তাগণও ক্রিমিনোলজি বিভাগে মাস্টার্স, এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা পাবেন।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন, শুভাশীষ রঞ্জন সরকার ও রায়হানুল ইসলাম আবির, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম
ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শারমিন আক্তার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫